দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন ২০২৬

শ্রেণি : পঞ্চম | বিষয় : আমাদের পরিবেশ | পূর্ণমান : ৩০ | সময় : ৬০ মিনিট

১। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখো : ১ × ৫ = ৫

(ক) সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন-এর জন্মদিনটি পালিত হয় যে দিবস রূপে - (শিক্ষক দিবস / পরিবেশ দিবস / শিশু দিবস / সাধারণতন্ত্র দিবস)।

উত্তরঃ শিক্ষক দিবস।

(খ) রেশমকীট পালনের জন্য যে গাছের চাষ করা হয়, তা হল (চা / তুঁত / আনারস / পাট)।

উত্তরঃ তুঁত।

(গ) কুলিক পাখিরালয় অবস্থিত - (দিনহাটায় / রামপুরহাট / শালতোড়ায় / রায়গঞ্জে)।

উত্তরঃ রায়গঞ্জে।

(ঘ) অযোধ্যা পাহাড় অবস্থিত - (বাঁকুড়ায় / পুরুলিয়ায় / বীরভূমে / হুগলিতে)।

উত্তরঃ পুরুলিয়ায়।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গের নাম - (সিঙ্গালিলা / সান্দাকফু / হিমালয় / কাঞ্চনজঙ্ঘা)।

উত্তরঃ সান্দাকফু।

(চ) একশৃঙ্গ গন্ডার দেখা যায় – (জলদাপাড়া / বক্সা / সুন্দরবন) অভয়ারণ্যে।

উত্তরঃ জলদাপাড়া।

(ছ) মিহিদানা বিখ্যাত - (বাঁকুড়া / বীরভূম / বর্ধমান / পুরুলিয়া) জেলায়।

উত্তরঃ বর্ধমান।

(জ) তিতুমীর বানিয়েছিলেন – (বাঁশের কেল্লা / সোনার কেল্লা / কাঠের কেল্লা / পাথরের কেল্লা)।

উত্তরঃ বাঁশের কেল্লা।

২। শূন্যস্থান পূরণ করো (যেকোনো পাঁচটি) : ১ × ৫ = ৫

(ক) বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত লিখেছেন _____।

উত্তরঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(খ) _____ কে 'গান্ধীবুড়ি' নামে অভিহিত করা হয়।

উত্তরঃ মাতঙ্গিনী হাজরা।

(গ) ডি ভি সি-র পুরো কথা হলো _____।

উত্তরঃ দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন।

(ঘ) প্রতিবছর _____ তারিখটি 'সাধারণতন্ত্র দিবস' হিসেবে আমাদের পালিত হয়।

> উত্তরঃ ২৬ জানুয়ারি।

(ঙ) ধান কাটা ঝাড়ার আধুনিক যন্ত্রের নাম হল _____।

> উত্তরঃ হারভেস্টার।

(চ) বাঁকুড়া জেলার _____ টেরাকোটা শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

> উত্তরঃ বিষ্ণুপুর।

৩। বামদিকের সঙ্গে ডানদিক মিলিয়ে লেখো : ১ × ৫ = ৫

প্রদত্ত সারণী:

বাম দিক	ডান দিক
(ক) উত্তর দিনাজপুর	(১) ইংলিশ বাজার
(খ) হুগলি	(২) বহরমপুর
(গ) মালদা	(৩) সিউড়ি
(ঘ) মুর্শিদাবাদ	(৪) রায়গঞ্জ
(ঙ) বীরভূম	(৫) চুঁচুড়া

সঠিক মিলযুক্ত উত্তর:

বাম দিক	ডান দিক
(ক) উত্তর দিনাজপুর	(৪) রায়গঞ্জ
(খ) হুগলি	(৫) চুঁচুড়া
(গ) মালদা	(১) ইংলিশ বাজার
(ঘ) মুর্শিদাবাদ	(২) বহরমপুর
(ঙ) বীরভূম	(৩) সিউড়ি

৪। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যেকোনো পাঁচটি) : ১ × ৫ = ৫

৪.১ বোলপুর শহরটি কিসের জন্য বিখ্যাত?

> উত্তরঃ নোবেলজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বোলপুর বিখ্যাত।

৪.২ ধাপচাষ কাকে বলে?

> উত্তরঃ পাহাড়ের ঢালে সিঁড়ির মতো ধাপ কেটে চাষ করাকে ধাপচাষ বলে।

৪.৩ ফাঁদি কী?

> উত্তরঃ মাছ ধরার জন্য জালের সুতো দিয়ে তৈরি বিশেষ খোপ বা ফাঁদ হলো ফাঁদি।

৪.৪ ভারতের সংবিধান রচনা করেন কে?

> উত্তরঃ ড. বি. আর. আম্বেদকর।

৪.৫ কোন দুটি নদীর মিলিত নাম রূপনারায়ণ?

> উত্তরঃ দ্বারকেশ্বর ও শিলাবতী।

৪.৬ কলকাতা কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

> উত্তরঃ হুগলি নদীর তীরে।

৪.৭ আজাদ হিন্দ ফৌজ কে গঠন করেন?

> উত্তরঃ রাসবিহারী বসু (পরে নেতৃত্ব দেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু)।

৫। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যেকোনো পাঁচটি) : ২ × ৫ = ১০

৫.১ শ্বাসমূল ও ঠেসমূল কাকে বলে?

> **শ্বাসমূল:** সুন্দরবনের নোনা মাটিতে জন্মানো উদ্ভিদের মূল মাটির নিচ থেকে ওপরে বেরিয়ে আসে। এই মূলগুলির সাহায্যে গাছ বাতাস থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করে, এদের শ্বাসমূল বলে।
> **ঠেসমূল:** নোনা মাটিতে গাছকে সোজাভাবে ও শক্ত করে আটকে রাখার জন্য মূলগুলি গাছের গোড়া থেকে তির্যকভাবে মাটির গভীরে প্রবেশ করে, এদের ঠেসমূল বলে।

৫.২ ম্যানগ্রোভ জাতীয় উদ্ভিদের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

> ১. এগুলি সাধারণত লবণাক্ত বা ইষৎ নোনা জল এবং কাদাযুক্ত মাটিতে জন্মায়।
> ২. গাছের মূল মাটি ভেদ করে ওপরে উঠে আসে (শ্বাসমূল) এবং গাছকে টিকিয়ে রাখতে ঠেসমূল দেখা যায়।

৫.৩ লুপ্তপ্রায় মাছ কাকে বলে? লুপ্তপ্রায় মাছ সংরক্ষণের উপায়গুলি লেখো।

> যে মাছগুলির সংখ্যা কমতে কমতে প্রায় বিলুপ্তির পথে, তাদের লুপ্তপ্রায় মাছ বলে (যেমন— খলসে, শোল, ন্যাদোস ইত্যাদি)।
> **সংরক্ষণের উপায়:**
> (১) পঞ্চায়েত বা প্রশাসনের মাধ্যমে মাছ ধরার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিধি-নিষেধ ও সময়সীমা আরোপ করতে হবে এবং বর্ষাকালে ছোট চারা মাছ ধরা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে।
> (২) এই মাছগুলির প্রজনন ও সুরক্ষার জন্য আলাদা পুকুর বা জলাশয় সংরক্ষণ করতে হবে।

৫.৪ নদীমাতৃক সভ্যতা কাকে বলে? বীরসা মুন্ডা কী জন্য বিখ্যাত?

> **নদীমাতৃক সভ্যতা:** নদীর অববাহিকায় উর্বর পলিমাটি ও জলের সহজলভ্যতার ওপর নির্ভর করে যে প্রাচীন মানবসভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছিল, তাদের নদীমাতৃক সভ্যতা বলে।
> **বীরসা মুন্ডা:** ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও দিকদারদের শোষণের বিরুদ্ধে মুন্ডা আদিবাসীদের অধিকার রক্ষা এবং তাঁদের শান্তিতে বাঁচার দাবিতে ঐতিহাসিক 'উলগুলান' বা মুন্ডা বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বীরসা মুন্ডা বিখ্যাত হয়ে আছেন।

৫.৫ সাধারণতন্ত্র দিবস আমরা কেন পালন করি?

> সাধারণতন্ত্র হলো এমন এক শাসনব্যবস্থা যেখানে দেশের প্রধান বা শাসকরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি থেকে ভারত রাষ্ট্রে নিজস্ব সংবিধান বা দেশ পরিচালনার মূল নিয়মাবলী কার্যকর হয়। বাবাসাহেব আম্বেদকরের নেতৃত্বে রচিত এই সংবিধান চালুর মধ্য দিয়ে ভারত একটি পূর্ণাঙ্গ সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সেই ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণ করতেই প্রতিবছর ২৬শে জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবস পালন করা হয়।

৫.৬ পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের বর্ণনা দাও।

> পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অংশের মালভূমি ও সমভূমির মধ্যবর্তী উচ্চভূমি অঞ্চলটি রাঢ় অঞ্চল নামে পরিচিত।
> **অবস্থান:** বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া (আংশিক), পশ্চিম বর্ধমান এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কিছু অংশ নিয়ে রাঢ় অঞ্চল গঠিত।
> **ভূপ্রকৃতি ও মাটি:** এ অঞ্চলের জমি মূলত অসমান ও কিছুটা উঁচু-নিচু। এখানকার মাটি প্রধানত লাল রঙের ল্যাটেরাইট প্রকৃতির ও দোআঁশযুক্ত, যা কৃষি কাজের জন্য মধ্যম মানের।

Prepared & Published by HAZARNOTES.COM | সব অধিকার সংরক্ষিত